দৈনিক জনকণ্ঠ

135

তারিখ ... OCT. 03.1999
পৃষ্ঠা 2 ... কলাম 8

গডফাদারের চক্রান্তে ফেনী পলিটেকনিক আর বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ বন্ধ হয়ে গেছে স্থায়ীভাবে!

আহমেদ দীপু, *ফেনী থেকে ফিরে*

সন্ত্রাসের জনপদ-৬

ফেনী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এবং বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে না পেরে গডফাদার কারসাজির মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দু'টি বন্ধ করে দিয়েছেন। পলিটেকনিক দু'বছরের বেশি সময় ধরে বন্ধ হয়ে আছে। আর বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ সব গুটিয়ে নিয়ে ঢাকা চলে এসেছে। উভয় প্রতিষ্ঠানের চত্বর এখন গো-চারণ ভূমিতে পরিণত হয়েছে।

সংঘর্ষের অজুহাত দেখিয়ে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট বন্ধ করা হয়েছে। আর অভিযোগ রয়েছে মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ চাঁদা না দেয়ায় গভীর রাতে কলেজে আগুন দেয়া হয়েছে। কর্তৃপক্ষকে প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে পাঠিয়ে দেয়া

(১১ পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

গডফাদারের চক্রান্তে (প্রথম পাতার পর)

হয়েছে ঢাকায়। এরপর থেকেই প্রতিষ্ঠান দুটি বন্ধ।

ফেনী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের অবস্থান শহরের পুরাতন রানিরহাট এলাকায়। এটা বিরোধী দলের নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিতে বিরোধীদের অবস্থানও শক্ত। কাজেই বিভিন্নভাবে চেষ্টা করেও গডফাদার এখানে নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। ফলে অনেক আগে থেকেই তিনি ষড়যন্ত্র শুরু করেন, কিভাবে প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ করে দেয়া যায়। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর গডফাদারের অবস্থান আরও দৃঢ় হয়। এ অবস্থায় তার কাঙ্ক্ষিত সুযোগ আসে ১৯৯৭ সালের ২৬ আগস্ট। এদিন রাতে পলিটেকনিক থেকে তিন থেকে চার কিলোমিটারজুড়ে ছাত্রলীগ-ছাত্রদল সংঘর্ষ হয়। এতে পলিটেকনিকের ছাত্র ইলিয়াস এলাহী গুলিতে নিহত হয়। এই সুযোগ কাজে লাগায় গডফাদার। ঘটনার পরদিনই সরকারের উচ্চপর্যায়ের নির্দেশে অনির্দিষ্টকালের জন্য পলিটেকনিক বন্ধ ঘোষণা এবং ছাত্রদের হোস্টেল ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ জারি করা হয়। সেই অনির্দিষ্টকাল আজ পর্যন্ত শেষ হয়নি। দু'বছরের বেশি সময় ধরে প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ রয়েছে। এখানকার সাড়ে তিন শ' ছাত্রকে ময়মনসিংহ, কুমিল্লা এবং চট্টগ্রাম পলিটেকনিক থেকে পরীক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর শিক্ষকদের দিয়ে অন্যান্য পলিটেকনিকের শূন্যপদ পূরণ করা হয়েছে। মোট কথা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি যাতে কখনই না খোলা হয় সে ব্যবস্থা ইতোমধ্যে করা হয়ে গেছে। ফেনী পলিটেকনিক যাতে এখানে আর কোনদিনই না খোলা হয় সে বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য গডফাদার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে এর সঙ্গে জড়িয়ে দিয়েছেন।

পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট বর্তমান অবস্থান থেকে দাগনভূইয়া থানা সদরে স্থানান্তর এবং সেখানে (দাগনভূইয়া থানা) অবস্থিত দুই নম্বর বিডিআর ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টার পলিটেকনিকের স্থানে আনার ব্যাপারে প্রস্তাব তৈরি করেন গডফাদার। তাঁর ইচ্ছানুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে এ ব্যাপারে একটি চিঠি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়, যাতে এ প্রস্তাবটির ওপর সমীক্ষা চালিয়ে এর সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয়। এর প্রেক্ষিতে শিক্ষা ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিয়ে গঠিত কমিটি সরেজমিনে তদন্ত করে দেখেন। তাঁরা যে রিপোর্ট জমা দিয়েছেন তাতে উল্লেখ করা হয় যে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এবং বিডিআর ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টার স্থাপন, এর কার্যক্রম এবং বৈশিষ্ট্য ভিন্ন। এ দুটোকে যদি পরস্পরের জায়গায় স্থানান্তর করা হয় তবে অধিকাংশ কাঠামো ভেঙ্গে ফেলতে হবে। অনেক নতুন স্থাপনা তৈরি এবং সরঞ্জাম কিনতে হবে। এ জন্য প্রচুর টাকার প্রয়োজন। এছাড়া সীমান্ত থেকে এত ভিতরে (২৪ কিঃ মিঃ বেশি) বিডিআর হেড কোয়ার্টার স্থানান্তরের বিধান না থাকায় প্রস্তাবটি স্থগিত করা হয়েছে। বিকল্প হিসাবে নতুন আরও একটি প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। সেটা হচ্ছে এই পলিটেকনিকের ছাত্রদের পরিবর্তে পলিটেকনিকের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। এ সংক্রান্ত একটি ফাইল প্রধানমন্ত্রীর দফতরে রয়েছে। সব মিলে অবস্থা দাঁড়িয়েছে এমন যে, গডফাদারের ইচ্ছা পূরণে প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সবাই তৎপর।

ফেনী বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার গল্পও প্রায় একই রকম। এই কলেজটির অবস্থান শহরের রামপুর এলাকায়, কলেজের পাশ দিয়ে গেছে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক, এছাড়া রামপুর বিরোধী দলের নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকা। এ প্রতিষ্ঠানটিও ভবিষ্যতে পলিটেকনিকের মতো হবে এ আশঙ্কায় গডফাদার সময় নষ্ট করেননি। তিনি কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে ছাত্রপ্রতি মোটা অঙ্কের চাঁদা দাবি করেন। যুক্তি হিসাবে তিনি কর্তৃপক্ষকে বুঝানোর চেষ্টা করেন যে, বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজে ছাত্রছাত্রীরা প্রচুর টাকা দিয়ে ভর্তি হয়। তাদের কাছ থেকে ভর্তির সময় গডফাদারের জন্য পৃথক চাঁদা নিতে হবে (রিসিট ছাড়া)। কিন্তু কর্তৃপক্ষ এতে রাজি না হওয়ায় গডফাদারের রোষানলে পড়ে কলেজটি। এরপর গত ২১ ফেব্রুয়ারি গভীর রাতে হঠাৎ করে গডফাদারের সন্ত্রাসীরা হামলা চালায়। রাত একটার পর আগুন ধরিয়ে দেয়া হয় কলেজ এবং হাসপাতালে। এরপর আর এখানে কলেজ চলেনি। ছাত্রছাত্রীরা, হাসপাতালের রোগীরা নিরাপত্তাহীনতার কারণে চলে এসেছেন। কর্তৃপক্ষও কলেজের সকল কার্যক্রম ফেনী থেকে গুটিয়ে নিয়ে চলে এসেছে ঢাকায়।

এভাবেই গডফাদারের কারণে দীর্ঘদিনের পুরনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ফেনী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এবং সম্ভাবনাময় নতুন প্রতিষ্ঠান মেডিক্যাল কলেজটি বন্ধ হয়েছে।